তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

সংবাদ ত্রিপুরা

প্রথম সংখ্যা ■ আগস্ট, ২০২৪

Prof. (Dr.) Manik Saha

CHIEF MINISTER OF TRIPURA
AGARTALA - 799010

সত্যমেব জয়তে

শুভেচ্ছা বার্তা

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে এখন থেকে প্রতি মাসে 'সংবাদ ত্রিপুরা' প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে সমগ্র দেশে কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা রূপায়িত হচ্ছে। যা দেশের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর এই উদ্যোগ প্রতিফলিত হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যেও। ত্রিপুরা সরকারও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই লক্ষ্যে রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ও পরিষেবার পাশাপাশি রাজ্য সরকারেরও বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা রূপায়িত হচ্ছে। এ সমস্ত প্রকল্প ও পরিষেবা জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে প্রভাব রাখছে। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের সংবাদ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আমি আশা করছি এই কাজে 'সংবাদ ত্রিপুরা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। আমি 'সংবাদ ত্রিপুরা'র সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা

Dr. Pradeep Kumar Chakravarty, IAS

सत्यमेव जयते

Secretary
Government of Tripura
Information and Cultural Affairs Deptt.

সম্পাদকীয়

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নিউজ ব্যুরো (সংবাদ সরবরাহ শাখা) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সংবাদ সরবরাহ শাখাটি দীর্ঘদিন ধরে ত্রিপুরা সরকারের একটি প্রধান গণমাধ্যম হিসেবে কাজ করছে। এই শাখার প্রধান কাজ হল রাজ্য সরকারের বিভিন্ন নীতি, উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, অগ্রগতি ও সাফল্য, সরকারী অনুষ্ঠান, উৎসব ও মেলার সংবাদ জনসাধারনকে অবহিত করতে প্রেস রিলিজের মাধ্যমে সরবরাহ করা। এই প্রেস রিলিজগুলি প্রতিদিন স্থানীয় ও জাতীয় সমস্ত ধরণের সংবাদ মাধ্যমের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। তাছাড়াও এই প্রেস রিলিজগুলি দপ্তরের ওয়েবসাইটেও আপলোড করা হয়। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি সংবাদ আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ভাবনাতে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের নিউজ ব্যুরো থেকে 'সংবাদ ত্রিপুরা' শীর্ষক মাসিক ম্যাগাজিন বের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আগস্ট মাস থেকে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্যের সংবাদ নিয়ে 'সংবাদ ত্রিপুরা' প্রকাশিত হচ্ছে। এখন থেকে রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির সংবাদ আরও বেশি করে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে নতুন সংযোজন হিসেবে 'সংবাদ ত্রিপুরা' বলিষ্ঠ ভূমিকা নেবে বলে আমার বিশ্বাস।

(ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী)
সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর

এক নজরে ত্রিপুরা

* মোট আয়তন (বর্গ কিমি) - ১০,৪৯১,৬৯
* দৈর্ঘ্য (কিমি) - ১৮৩.৫
* প্রস্থ (কিমি) - ১১২.৭
* বাংলাদেশের সাথে সীমান্ত (কিমি) - ৮৫৬
* মিজোরামের সাথে সীমান্ত (কিমি) - ১০৯
* আসামের সাথে সীমান্ত (কিমি) - ৫৩
* জনসংখ্যা ২০২২-২৩ - ৪১,২৮,০০০
* ২০১১ সেনসাস অনুযায়ী জনসংখ্যা - ৩৬,৯৩,৯১৭
* ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমিতে) - ৩৫০
* সার্বিক সাক্ষরতার হার (%) সেনসাস ২০১১ - ৮৭.২
* সার্বিক সাক্ষরতার হার (%) ২০১৪ - ৯১.১
* জেলা - ৮
* স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ - ১
* মহকুমা - ২৩
* ব্লক - ৫৮
* শহুরে স্ব-শাসিত সংস্থা - ২০
* সাংসদ (লোকসভা) - ২
* সাংসদ (রাজ্যসভা) - ১
* ত্রিপুরা বিধানসভার সদস্য - ৬০

তথ্য ও সংস্কৃতির বিকাশে দপ্তরের কর্মসূচী

* মিশ্র সংস্কৃতির বহমান ধারা ত্রিপুরার ঐতিহ্য। রাজন্য আমল থেকে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে।

*হজাগিরি-মামিতা-গড়িয়া-বিজু-মসকসুলমানি-লেবাংবুমানি-চেরো-সাংগ্রাই-গাজন-রবীন্দ্রনৃত্যের ছন্দময় নান্দনিকতা ও সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ধ্বনিত হয় পাহাড় ও সমতল।

* তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা রাজ্যের সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যেসব কলা ও সংস্কৃতি লুপ্তপ্রায়, তার পুনরুজ্জীবন, উন্নয়ন এবং বিকাশে দপ্তর ধারাবাহিক ভাবে কাজ করছে।

* বরেণ্য মনীষীদের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

* ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পেনশন প্রকল্প ২০২০-২১

ক) ত্রিপুরা জার্নালিস্ট সম্মান পেনশন প্রকল্প

খ) ত্রিপুরা জার্নালিস্ট পরিবার সুরক্ষা পেনশন প্রকল্প

* ন্যাশনাল প্রেস ডে উদযাপন

* সাংবাদিকদের নিয়ে কর্মশালা

* শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে এলইডিতে সচেতনতামূলক তথ্য ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্প্রচার।

রাজ্য সরকারের বার্তা / নীতি সম্পর্কে তথ্য প্রদান এবং জনগণের মতামত গ্রহণ করা।

মায়ের গমন ২০২৩

জাতীয় প্রেস দিবস ২০২৩

অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসব

সংবাদ ত্রিপুরা

আগস্ট, ২০২৪

'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রস্তুতি সভা

১ আগস্ট, ২০২৪: রাজ্যে ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট, ২০২৪ 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান কর্মসূচিকে সফল করতে সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী, বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব ও পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের আট জেলার জেলাশাসকও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সভায় অংশ নেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যে এই বছরের 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান সফল করতে সবাইকে আরও গুরুত্ব সহ এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালে দেশব্যাপী 'হর ঘর তিরঙ্গা' অভিযান শুরু করেছিলেন। দেশ রক্ষায় যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের প্রতি সম্মান জানানোর লক্ষেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন

১ আগস্ট, ২০২৪: ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের রৌপ্য জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে আজ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মিনা রাণী সরকার, আগরতলা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র মণিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যুগ্ম সচিব পাইমং মগ, পদ্মশ্রী অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকার প্রমুখ। উল্লেখ্য, ২০০১ সালে ২৫ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে এই বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে বিদ্যালয়ে প্রায় দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

১ আগস্ট, ২০২৪ : রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যবাসীকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানে কাজ করছে। এই লক্ষ্যে রাজ্যে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ ও পরিকাঠামোর উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার অডিটোরিয়ামে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ২০তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাদের অবদান রয়েছে তাদেরকে সবার শ্রদ্ধা করা প্রয়োজন। এই কলেজের গড়িমা ছাত্রছাত্রীদের উপর নির্ভরশীল। রাজ্যের ছাত্রছাত্রী তথা এই কলেজের ছাত্রছাত্রীর মেধা কোনও অংশে কম নয়। এই কলেজের পরিকাঠামো দেশের অন্যান্য রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজের তুলনায় কোনও অংশে কম নয়। ছাত্রছাত্রীদের উচিত এই কলেজের মান তাদের পঠন পাঠন এবং পরিষেবার মাধ্যমে বৃদ্ধি করা।

রাষ্ট্রপতি ভবনে রাজ্যপাল সম্মেলনে অংশ নিলেন ত্রিপুরার রাজ্যপাল

২ আগস্ট, ২০২৪ : নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালদের নিয়ে দু'দিনের সম্মেলনের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। ত্রিপুরার রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এই সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। সম্মেলনে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকর, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান এবং সিইও, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সচিবগণ উপস্থিত ছিলেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এই সম্মেলনে সম্প্রতি চালু হওয়া তিনটি আইন, উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের সংস্কার,

বিশ্ববিদ্যালয়গুলির স্বীকৃতি, অ্যাসপিরেশনাল জেলা, অ্যাসপিরেশনাল ব্লক, সীমান্ত এলাকা, জনজাতি এলাকাগুলির উন্নয়ন, আমার ভারত, এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত এবং এক বৃক্ষ মা কে নাম প্রভৃতি প্রচারে রাজ্যপালগণের ভূমিকা, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় সাধনে রাজ্যপালগণের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।

আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের নিজস্ব ডাটা সেন্টারের উদ্বোধন

৫ আগস্ট, ২০২৪ : আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের নিজস্ব ডাটা সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়। ইন্দ্রনগরে আইটি ভবনের নিচতলায় এই ডাটা সেন্টারের উদ্বোধন করেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। উদ্বোধনের সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব। আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডের কার্যনির্বাহী আধিকারিক ডা. শৈলেশ কুমার যাদব বলেন, সারা দেশের সবগুলি স্মার্ট সিটির মধ্যে সর্বপ্রথম আগরতলা স্মার্ট সিটি লিমিটেডেরই নিজস্ব ডাটা সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। মোট ৩০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ডাটা সেন্টার নির্মাণ করা হয়। আগরতলা শহরের সবগুলি সিসি টিভি, ট্রাফিক পয়েন্ট, এলইডি ডিসপ্লে বোর্ড এই ডাটা সেন্টারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই ডাটা সেন্টারে সর্বাপেক্ষা ৩০ দিনের সমস্ত ধরণের ডাটা মজুত থাকবে। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ডাটা যতদিন ইচ্ছা ততদিন সংরক্ষিত রাখা যাবে।

কায়াকল্প ও জাতীয় মানদন্ড নিশ্চিতকরণের উপর কর্মশালা

৫ আগস্ট, ২০২৪ : রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিবেশ বান্ধব ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে জেলা ও তৃণমূলস্তরের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির চিকিৎসকদের নিয়ে আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্যস্তরের প্রশিক্ষকদের নিয়ে আয়োজিত এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্যে। কর্মশালার উদ্বোধন করে স্বাস্থ্য সচিব বলেন, কায়াকল্পে সংশোধিত নির্দেশিকা-২০২৪ ও ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির জাতীয় গুণমান নিশ্চিতকরণ মানদন্ডের (NQAS) উপর এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।কায়াকল্পের নতুন সংশোধিত নির্দেশিকাগুলি নিয়ে কর্মশালায় জেলা নোডাল অফিসার, অভ্যন্তরীণ বহিরাগত মূল্যায়নকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাছাড়াও ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরির গুণগতমান নিশ্চিতকরণ মানদন্ডের (NQAS) উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ও ধলাই জেলায় সফলভাবে ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়েছে ও কার্যকরভাবে পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্যের জনস্বাস্থ্য সেবা আরও ত্বরান্বিত করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আরও ৩টি ইন্টিগ্রেটেড পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে পরিবেশ বান্ধব স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য ধলাই, দক্ষিণ, পশ্চিম ও গোমতী জেলাকে কায়াকল্প ও পরিবেশ বান্ধব পুরস্কার দেওয়া হয়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

৭ আগস্ট, ২০২৪ : ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। আমাদের সমাজ জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি বিরাজমান। কবির ঐতিহ্য নিয়েই আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব। সন্ধ্যায় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে আয়োজিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি তিনি একজন দেশপ্রেমীও ছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় সংহতি রক্ষার জন্য তিনি রাখি বন্ধন উৎসব

পালন করেন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইংরেজদের দেওয়া নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। ভারত এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরই সৃষ্টি। তিনি বলেন, ত্রিপুরার রাজ পরিবারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭বার ত্রিপুরায় এসেছিলেন। ত্রিপুরার পটভূমিতে রচিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত রাজর্ষি, বিসর্জন, মুকুট ত্রিপুরাকে বিশ্ব পরিচিতি দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিন্তাভাবনা, সাহিত্য, সৃষ্টি, দেশপ্রেম, ভারতীয় সংস্কৃতিবোধ আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, সাহিত্য, দেশপ্রেম বিষয়ে আলোচনা করেন ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান ড. পরমাশ্রী দাশগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

রাজ্যে ৯ - ১৫ আগস্ট হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি : সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব

৮ আগস্ট, ২০২৪ : স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে এবছরও রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হবে। ভারত সরকারের নির্দেশিকা অনুসারে এবছর রাজ্যে ৯ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা, তিরঙ্গা র‍্যালি, তিরঙ্গা রানস এন্ড ম্যারাথনস, তিরঙ্গা কনসার্টস, তিরঙ্গা ক্যানভাস, তিরঙ্গা প্লেজ, তিরঙ্গা ট্রিবিউট, তিরঙ্গা মেলা ও তিরঙ্গা সেলফি। সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব আরও জানান, ২০২২ ও ২০২৩ সালের পর এবছর তৃতীয়বারের জন্য হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান পালন করা হচ্ছে। আগামী ১৩-১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের নাগরিকদের নিজ বাড়িতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য উৎসাহিত করা হবে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এই অভিযানের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

গন্ডাতুইসা মহকুমায় হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী

৮ আগস্ট, ২০২৪: মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা গন্ডাতুইসা মহকুমায় সাম্প্রতিক হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে ছিলেন বিধায়ক নন্দিতা রিয়াং, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ও রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, ডিজিপি (ইন্টেলিজেন্স) অনুরাগ, স্বরাষ্ট্র সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী সহ রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ। পরিদর্শনকালে প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্যরা মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের বাড়িতে যান এবং তার পরিবার ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত নারায়ণপুর বাজার এলাকা, ৩৩ কেভি ও ৩০ কার্ড এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী গন্ডাতুইসা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন ও শিবিরে অবস্থানরতদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের হাতে পঠন সামগ্রী তুলে দেন। হিংসায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের পর মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এক সাংবাদিক সম্মেলনে মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের পরিবার ও ক্ষতিগ্রস্ত ১৪৫টি পরিবারের জন্য আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি গন্ডাতুইসা মহকুমার উন্নয়নে ২৩৯ কোটি ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুমোদনের ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, মৃত পরমেশ্বর রিয়াংয়ের পরিবারকে ইতিমধ্যেই ৬ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। এই পরিবারকে আরও ৪ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হবে। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত ১৪৫টি পরিবারের জন্য পূর্বে বরাদ্দকৃত ১ কোটি ১৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকার

সহায়তার পাশাপাশি আরও ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৪০ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে মোট ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকার সহায়তা দেওয়া হবে।

রাজ্যপালের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল

৯ আগস্ট, ২০২৪ : রাজভবনে সন্ধ্যায় রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মা।

তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মাকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান

১০ আগস্ট, ২০২৪ : তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মাকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মান্দাইয়ের খরাঙ কমিউনিটি হলে এই নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উল্লেখ্য, দেশের কোনও রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল পদে ত্রিপুরা থেকে যীষ্ণু দেববর্মাই প্রথম নিযুক্ত হয়েছেন। নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা, সমবায়মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে, ডিজিপি (ইন্টিলিজেন্স) অনুরাগ ধ্যানকর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, গত ৩১ জুলাই রাজ্যের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। নাগরিক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা তেলেঙ্গানার রাজ্যপাল যীষ্ণু দেববর্মার হাতে শুভেচ্ছা স্মারক ও মানপত্র তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান

১৩ আগস্ট, ২০২৪ : স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যাঁরা আত্মবলিদান দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০২২ সালে এই কর্মসূচির ঘোষণা করেছিলেন। উমাকান্ত একাডেমি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে তিরঙ্গা র‍্যালির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়। র‍্যালিতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ঝর্ণা দেববর্মা, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা তপন কুমার দাস, ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ প্রমুখ অংশ নেন। তিরঙ্গা র‍্যালিতে অংশগ্রহণকারীদের দেশ মাতৃকা রক্ষায় শপথ বাক্য পাঠ করান ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী। র‍্যালিটি উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন স্থান পরিক্রমা করে।

পরিবহণ দপ্তরের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে ভেহিক্যাল র‍্যালি

১৩ আগস্ট, ২০২৪ : স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদেরকে আমরা স্মরণ করছি। নাগেরজলাস্থিত ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মৃতি বাস স্ট্যান্ডে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে ভেহিক্যাল র‍্যালির উদ্বোধন করে পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মের নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের চেতনা জাগ্রত করতে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ভেহিক্যাল র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, কর্পোরেটর অভিজিৎ মল্লিক, টিআরটিসি'র চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী, পরিবহন দপ্তরের সচিব সি কে জমাতিয়া, বিশেষ সচিব সুব্রত চৌধুরী প্রমুখ।

খোয়াইয়ে বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী

১৪ আগস্ট, ২০২৪ : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যের ঐতিহ্যময় কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষার পাশাপাশি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার আহ্বান জানিয়েছেন। খোয়াইয়ে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে তিরঙ্গা যাত্রার উদ্বোধন করে এই আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদদের কথা তুলে ধরা দেশের নাগরিকদের অন্যতম কর্তব্য। স্বাধীনতা সংগ্রাম ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। সুসজ্জিত ভারত মাতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এই বর্ণাঢ্য তিরঙ্গা যাত্রার উদ্বোধন করেন। খোয়াই জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এই তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। তিরঙ্গা যাত্রায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ছাড়াও জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, খোয়াই জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন, জেলার পুলিশ সুপার ডা. রমেশ যাদব প্রমুখ অংশ নেন। তিরঙ্গা যাত্রাটি রামচন্দ্রঘাট বাজার থেকে শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে রামচন্দ্রঘাট বটতলি হাইস্কুল প্রাঙ্গণে এক জমায়েতে মিলিত হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্পের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে টিআইএফটি ও আইআইএম'র মধ্যে মৌ স্বাক্ষরিত

১৪ আগস্ট, ২০২৪ : ত্রিপুরার উন্নয়নের পথে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে আজ ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন (TIFT) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (IIM), কলকাতার মধ্যে এক মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। সচিবালয়ে মুখ্যমন্ত্রীর অফিস কক্ষে রাজ্যের শিল্পের উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মৌ স্বাক্ষরিত হয়। টিআইএফটি-র সিইও তথা রাজ্য সরকারের গুড গভর্ন্যান্স দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং আইআইএম, কলকাতার ডিন প্রফেসর রাজেশবাবু আর এই মৌ স্বাক্ষর করেছেন। মৌ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ও মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। এই উদ্যোগ রাজ্য সরকারের প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। পরিবেশবান্ধব ও স্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে নীতি আয়োগের নির্দেশ অনুসারে স্টেট সাপোর্ট মিশনের অঙ্গ হিসেবে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। টিআইএফটি এবং আইআইএম কলকাতার যৌথ উদ্যোগে যে সব কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে তার মধ্যে থাকছে

নলেজ এক্সচেঞ্জ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং গবেষণামূলক কাজ যাতে ত্রিপুরাতে শিল্পোন্নয়ন ত্বরান্বিত করা যায়। ত্রিপুরার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে সক্রিয় উদ্যোগ নেওয়ার জন্য উভয় প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা, জ্ঞান ও সম্পদকে কাজে লাগানো হবে। যাতে করে স্থানীয় মানবসম্পদ উপকৃত হয়। দক্ষতা উন্নয়ন ও গবেষণামূলক প্রকল্প, নীতি নির্ধারণ ত্রিপুরায়, সমৃদ্ধির এই লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগ বিকশিত ভারত-২০৪৭-এর পরিকল্পিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা নেবে।

আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান

১৫ আগস্ট, ২০২৪ : ত্রিপুরা বিকাশের এক নতুন যুগের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। বিগত বছরগুলিতে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য সরকার কাজ করছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক কল্যাণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতেও সরকার নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। আজ সকালে আসাম রাইফেলস ময়দানে ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। রাজ্যবাসীর উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য সরকারের অভিমুখের কথা উল্লেখ করে বলেন, উন্নয়ন কাজে জনগণের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করা, স্থায়িত্ব ও সুশাসনের নীতির দ্বারা সরকার পরিচালিত হচ্ছে। রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিকের কাছে উন্নতমানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। পরিবেশ সংরক্ষণ, সংস্কৃতি, এবং আমাদের যুবকদের ক্ষমতায়নের জন্য রাজ্য সরকার দায়বদ্ধ।

আসাম রাইফেলস ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সম্মিলিত বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন। কুচকাওয়াজে সিকিউরিটি ও ননসিকিউরিটি বিভাগে ১৬টি প্ল্যাটুন অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন সময়ে রাজ্য পুলিশ বাহিনীর যেসমস্ত আধিকারিক ও কর্মীগণ কর্মক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য পদক পেয়েছেন তাদের পদক পরিয়ে দেন। অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পরিচালনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভারতীয়ম পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেয়। আসাম রাইফেসল ময়দানে মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন এবং রাজ্য প্রশাসন ও আরক্ষা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মূল অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। ইতিমধ্যেই উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ও সাফল্যের পরেও সরকার সুনির্দিষ্ট সমতাভিত্তিক ও স্পন্দনশীল সম্মিলিত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা রাজ্যের প্রত্যেক নাগরিক সমৃদ্ধ হতে পারেন। এজন্য বেশ কিছু রূপান্তরমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দুই অঙ্কের জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মূলধনী ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাণিজ্যিক সংস্কার ও কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে বাণিজ্যিক প্রক্রিয়াগুলিকে ঢেলে সাজিয়ে সহজে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে উদ্যোক্তা, বিনিয়োগকারী এবং নাগরিকদের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রশাসনে ই-অফিস কার্যকরের উদ্যোগটি রেকর্ড সময়ে মন্ত্রিসভা থেকে শুরু করে গ্রাম পঞ্চায়েতস্তর পর্যন্ত সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। রাজ্যের ৯২ শতাংশ গ্রামে 4G সংযোগের সুবিধা রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পে'র আওতায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আই ও টি (Internet of things) , সাইবার নিরাপত্তা, 5G প্রযুক্তি এবং ড্রোন প্রযুক্তির মতো উন্নত কোর্সের মাধ্যমে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে আমাদের যুব সমাজ ভবিষ্যতে উপযোগী দক্ষতায় সমৃদ্ধ হবে ও আন্তর্জাতিকস্তরে প্রতিযোগিতামুখী হয়ে উঠবে।

লোকায়ুক্ত হিসেবে ড. বিভাস কান্তি কিলিকদারের শপথ গ্রহণ

১৬ আগস্ট, ২০২৪ : রাজ্যের নতুন লোকায়ুক্ত হিসেবে আজ শপথ নেন ড. বিভাস কান্তি কিলিকদার। রাজভবনের দরবার হলে তাকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন, নবনিযুক্ত লোকায়ুক্তের পরিবারের সদস্য সদস্যাগণ সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাগণ।

ঊনকোটি জেলায় বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ রোগীনির পিত্তথলিতে সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন

আগরতলা,১৬ আগস্ট,২০২৪: ঊনকোটি জেলার বিশেষজ্ঞ শল্য চিকিৎসকগণ স্বাধীনতা দিবসের দিন এক রোগীনির সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেছেন। কৈলাশহরের বাসিন্দা ৩২ বছর বয়স্ক ওই মহিলার পেটে অসহ্য ব্যথা সহ অন্যান্য

আনুষঙ্গিক উপসর্গ নিয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগছিলেন। এই সমস্যাগুলি নিয়ে তিনি জেলা হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসকদের শরণাপন্ন হন। বহির্বিভাগে চিকিৎসকরা রোগীর সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হন। তখন সার্জিক্যাল ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ শুভ্রনীলয় দাস রোগীর পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে দেখেন, তার গলব্লাডারে ফুটো রয়েছে এবং বড় মাপের পাথর রয়েছে। রোগী আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল হওয়ায় তাকে আগরতলায় জিবিপি বা আইজিএম হাসপাতালে রেফার করলে সেখানে পরিষেবা গ্রহণে তারা অসমর্থ ছিল। ফলে জরুরী ভিত্তিতে অস্ত্রোপচার একান্ত আবশ্যক হয়ে পরে। এই অবস্থায় হাসপাতালের সার্জন মহিলার জীবন বাঁচাতে ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত ১৫ তারিখ হাসপাতালের সার্জন ডাঃ শুভ্রনীলয় দাসের নেতৃত্বে গঠিত একটি মেডিকেল টিম রোগীর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। উক্ত অস্ত্রোপচার টিমে ছিলেন জেনারেল সার্জন ডাঃ সৌরভ লোধ, এনেস্থেসিওলজিস্ট ডাঃ রূপময় দাস, স্ক্রাব নার্স স্মৃতি দাস, ও টি টেকনিশিয়ান মিঠুন মল্ল প্রমুখ। অস্ত্রোপচারের পর রোগী বর্তমানে চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সুস্থ আছেন। উল্লেখ্য জেলা হাসপাতালেই আয়ুষ্মান ভারত স্কীমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই ধরনের অস্ত্রোপচারের সুবিধা পেয়ে রোগীর পরিবার পরিজনরা খুশি এবং চিকিৎসকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য গলব্লাডারে পাথরের অস্ত্রোপচার, এপেন্ডিকসের সার্জারি ও ব্রেসটে ক্যান্সার-টিউমার সহ বিভিন্ন জটিল অস্ত্রোপচারে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা নিয়মিতভাবে করছেন।

বালিধূম এডিসি ভিলেজে সুইট কর্ণ চাষে সাফল্য

আগরতলা, ১৮ আগস্ট, ২০২৪ : উত্তর ত্রিপুরা জেলার যুবরাজনগর কৃষি মহকুমার অন্তর্গত বালিধূম এডিসি ভিলেজে মিষ্টি জাতের ভুট্টা (সুইট কর্ণ) চাষের সূচনা হয়েছে। এগ্রিকালচার টেকনোলজি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি'র (আত্মা) অধীনে সাবমিশন অন এগ্রিকালচার এক্সটেনশন প্রকল্পে বালিধূম এডিসি ভিলেজে ১.৫ হেক্টর জমিতে সম্পূর্ণ জৈব পদ্ধতিতে মিষ্টি জাতের ভুট্টা চাষ করা হয়েছে। ভিলেজের 'বালিধূম মহিলা ফার্মার ইন্টারেস্টেড গ্রুপ' এই মিষ্টি জাতের ভুট্টা চাষ করে সাড়া জাগিয়েছে। দারলং জনজাতি সম্প্রদায়ের ১০ জন মহিলাকে নিয়ে এই গ্রুপটি গঠিত হয়েছে। এ বছরের মে মাসে তারা মিষ্টি জাতের ভুট্টা চাষ শুরু করেন। ৮০ থেকে ৯০ দিনেই ফসল উৎপাদন শুরু হয়। ইতিমধ্যেই তাদের ১.৫ হেক্টর জমিতে মিষ্টি জাতের ভুট্টা উৎপাদিত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে প্রায় ২ হাজার কেজি মিষ্টি জাতের ভুট্টা উৎপাদিত হবে। উৎপাদিত মিষ্টি জাতের ভুট্টাকে ভ্যালু এডিশনের মাধ্যমে মশলা কর্ণ রেসিপি তৈরি করে তা এখন বাজারজাতকরণের অপেক্ষায়। এই গ্রুপের সদস্যাদের যুবরাজনগর কৃষি মহকুমা থেকে ইতিমধ্যেই মিষ্টি জাতের ভুট্টা চাষ ও প্রক্রিয়াকরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ ভুট্টার চাইতে মিষ্টি জাতের ভুট্টার বাজার মূল্যও অনেক বেশি। তাছাড়া মিষ্টি জাতের ভুট্টা পুষ্টিকর খাদ্য। গর্ভবতী মহিলা, চোখ ও ত্বকের জন্য যেমন উপকারী তেমনি হৃদরোগ, ডায়াবেটিক ও পাকস্থলীর ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতেও মিষ্টি জাতের ভুট্টা সহায়ক ভূমিকা নেয়।

উল্লেখ্য, আত্মা'র অধীনে নতুন নতুন ফসল চাষে সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আত্মা'র অধীনে সাবমিশন অন এগ্রিকালচার এক্সটেনশন প্রকল্পে যুবরাজনগর কৃষি মহকুমায় মিষ্টি জাতের ভুট্টা চাষের উদ্যোগ নেওয়া হয়। বালিধূম এডিসি ভিলেজের বালিধূম মহিলা ফার্মার ইন্টারেস্টেড গ্রুপের ১০ জন সদস্যাকে দিয়ে মিষ্টি জাতের ভুট্টা চাষের শুরু হয়েছিল।

উৎসাহী মহিলাদের সুইট কর্ণের সংকর জাতীয় বীজ এবং প্রদর্শনীমূলক চাষের জন্য ১৬ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। যুবরাজনগর কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক বিজন শর্মা এই সংবাদ জানান।

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৬ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

১৯ আগস্ট, ২০২৪ : ত্রিপুরাকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে। তাঁর জীবন দর্শণ ও উন্নয়নশীল চিন্তাধারাকে আগামী প্রজন্মের কাছে নিয়ে যেতে পারলেই মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিবস উদযাপনের স্বার্থকতা থাকবে। রাজ্যের এমন কোন স্থান নেই সেখানে বীরবিক্রমের স্মৃতি জড়িত নেই। তিনি ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার। আজ আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৬ তম জন্মবার্ষিকীর উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী এবং উপস্থিত অতিথিগণ মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রের বিকাশে ও ত্রিপুরার গৌরবময় সংস্কৃতি সংরক্ষনের ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিধায়ক রামপদ জমাতিয়াকে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর স্মৃতি পুরস্কার-২০২৪ প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা পুরস্কার স্বরূপ বিধায়ক রামপদ জমাতিয়ার হাতে পুস্পস্তবক, শাল, মানপত্র, স্মারক ও ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ত্রিপুরাকে নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। মূলত এই উদ্দেশ্যেই মহারাজা বহুবার বিশ্বভ্রমন করেন। বিশ্বের বহু রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ করেন। সেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ত্রিপুরা রাজ্যে তাঁর অভিজ্ঞতা বাস্তবায়িত করতে প্রচেষ্টা নিয়েছিলেন। তিনি বহু মূল্যবান বই লিখে গেছেন। যা সমাজকে এখনও সমৃদ্ধ করে। মহারাজা বীরবিক্রম আগরতলায় বিমান বন্দর স্থাপন করেছিলেন। যা বর্তমান সরকার মহারাজার প্রতি সম্মান জানিয়ে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের নামে করেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য ভূমি সংস্কার আইন বলবৎ করেছিলেন। তিনিই প্রথম জনজাতিদের জুম চাষের পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষবাষে উৎসাহিত করেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী স্বাগত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুর ছিলেন প্রথম রাজ পরিবারের সদস্য যিনি রাজ পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ করেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি সাংসদ কৃতি দেবী দেববর্মণ বলেন, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নুতন প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে। এটাই ছিল মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের মূল দৃষ্টিভঙ্গি। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ড. সৌরিশ দেববর্মা।

বন্যা কবলিত গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মুখ্যমন্ত্রী

২৩ আগস্ট,২০২৪ : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ সকালে বন্যা কবলিত গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ত্রাণ শিবির ও বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। সকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমেই হেলিকপ্টারে গোমতী জেলার উদয়পুরে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী বন্যা কবলিত উদয়পুর পুর এলাকা পরিদর্শন করেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী উদয়পুরের খিলপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের এবং খিলপাড়া প্রাথমিক কৃষি মার্কেটে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন। ত্রাণ শিবির পরিদর্শনের সময় মুখ্যমন্ত্রী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া বন্যা দুর্গত মানুষের সাথে কথা বলেন। ত্রাণ শিবিরে মুখ্যমন্ত্রী বন্যা দুর্গত মানুষের যাতে কোনও ধরনের অসুবিধা না হয় সেদিকে সতর্ক থাকতে আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা জানান, ইতিমধ্যেই প্রাথমিক সহায়তা হিসেবে এসডিআরএফ-এর সেন্ট্রাল শেয়ারে ৪০ কোটি টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এরপর মুখ্যমন্ত্রী উদয়পুরে গোমতী নদীর উপর নেতাজি সুভাষ সেতুতে দাঁড়িয়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা দেখেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এদিন হেলিকপ্টারে গোমতী জেলার অমরপুর ও করবুক মহকুমা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া মহকুমার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শন করেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ হেলিকপ্টারে বকাফা বিএসএফ ক্যাম্পের হেলিপ্যাডে

অবতরণ করেন। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী চলে যান পশ্চিম বকাফা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ত্রাণ শিবিরে। মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখেন এবং শিবিরে আশ্রিত মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের খাদ্য, পানীয়জল ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

রাজ্যে বন্যাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সর্বদলীয় সভা

২৪ আগস্ট, ২০২৪ : মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে আজ রাজ্যে বন্যাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে এক সর্বদলীয় বৈঠক রাজ্য অতিথিশালায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে রাজ্যের প্রধান প্রধান সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবন্দগণ উপস্থিত থেকে রাজ্যের এই সামগ্রিক বিপর্যয়ে রাজ্যে সরকারের পাশে থেকে সর্বোত সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। বৈঠকে শুরুতে বন্যায় নিহত ব্যক্তিদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ২ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সর্বদলীয় সভায় বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী ছাড়াও প্রদেশ বিজেপি দলের পক্ষে সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, সিপিআইএম দলের পক্ষে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে ও রতন ভৌমিক, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে প্রদেশ সভাপতি আশীষ কুমার সাহা ও বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ, তিপরা মথা দলের পক্ষে রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, রাজেশ্বর দেববর্মা ও বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, সিপিআই দলের পক্ষে ডা. যুধিষ্ঠির দাস ও মিলন বৈদ্য, ফরোয়ার্ড ব্লকের রঘুনাথ সরকার ও জয়ন্ত দত্ত, আরএসপি দলের দীপক দেব, আমরা বাঙালি দলের গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল ও দুলাল ঘোষ এবং আইপিএফটি দলের পক্ষে সিন্ধুচন্দ্র জমাতিয়া ও প্রশান্ত দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠকের শুরুতে রাজ্যে গত ১৯ আগস্ট থেকে ভারী ও অবিশ্রান্ত বর্ষনের ফলে যে ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তার সংশ্লিষ্ট তথ্য সভায় তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সকলের সম্মেলিত প্রচেষ্টায় এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠা সম্ভব হবে। বন্যায় এখন পর্যন্ত ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, ২ জন নিখোঁজ এবং ২ জন আহত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, বন্যায় মৃত প্রত্যেকের নিকট আত্মীয়কে বিপর্যয় মোকাবিলা তহবিল থেকে ৪ লক্ষ টাকা ও আহতদের ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলায় সমস্ত ধরণের সহায়তা অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের প্রায় সবকয়টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাজ্যের অধিকাংশ নদীগুলির জলস্তরে বিপদ সীমার উপর দিয়ে বয়ে গেছে। ১৯ আগস্ট ভারী বর্ষণের পর থেকে বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা এবং ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যের জন্য প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা বৈঠক করা হয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হেলিকপ্টার ও এনডিআরএফ চাওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৪টি হেলিকপ্টার এবং ১১টি এনডিআরএফ দল পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি এসডিআরএফ, আপদা মিত্র, আসাম রাইফেলস, সিভিল ডিফেন্সসহ বিভিন্ন সামাজিক সংস্থার স্বেচ্ছাসেবীগণ ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। এখন পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতি প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার মতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে ১.৬ লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ১ লক্ষ ৪০ হাজার কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সর্বদলীয় বৈঠকে বিরোধী দলনেতা জীতেন্দ্র চৌধুরী আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বৈঠক আহ্বান করার জন্য মুখ্যস্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পরিস্থিতির মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের কাছে বেশ কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করেন। সর্বদলীয় বৈঠকে আলোচনাকালে বিধায়ক সুদীপ রায়বর্মণ রাজ্যের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির চিত্র তুলে ধরে প্লাস্টিক ও ফ্ল্যাক্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরো জোরদার করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। রাজ্য থেকে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি দল নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের জন্য প্রেরণ করতে তিনি প্রস্তাব দেন। সর্বদলীয় সভায় সি পি আই এম দলের পক্ষে প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে, ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য, প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি আশিস কুমার সাহা, তিপরা মথা দলের পক্ষে রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, আই পি এফ টি দলের পক্ষে প্রাক্তন বিধায়ক প্রশান্ত দেববর্মা, সিপিআই (এম) দলের পক্ষে রতন ভৌমিক, তিপরা মথা দলের পক্ষে রাজেশ্বর দেববর্মা ও বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, সিপিআই দলের পক্ষে ডা. যুধিষ্ঠির দাস ও ফরোয়ার্ড ব্লকের রঘুনাথ সরকার, আরএসপি দলের দীপক দেব, আমরা বাঙালি দলের গৌরাঙ্গ রুদ্র পাল দুর্গত এলাকার নাগরিকদের স্বাস্থ্য পরিস্থিতি, দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, দ্রুত বিদ্যুৎ পরিষেবা চালুর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সচিবালয়ে রাজ্যের বন্যাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা

২৭ আগস্ট,২০২৪ : সচিবালয়ে আজ রাজ্যের বন্যাজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহার সভাপতিত্বে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিপর্যয় মোকাবিলার পরবর্তী সময়গুলো আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রাণ এবং ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারের কাজে কোনও দুর্বলতা যাতে না থাকে সেদিকে প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিশেষ নজর দিতে হবে। কোনও অভিযোগ থাকলে তা দ্রুত সমাধানে সকলকে একযোগে এগিয়ে আসতে হবে।

পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা বলেন, গত ১৯ আগস্ট থেকে রাজ্যের ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে শুরু করে একেবারে ক্ষেত্রীয়স্তরে যেসব কর্মীরা নিরলসভাবে কাজ করছেন তারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদযোগ্য। তিনি বলেন, রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতিজনিত সামগ্রিক অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করার জন্য আগামীকাল যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দল রাজ্যে আসছেন তাদের কাছে রাজ্যের বন্যার সামগ্রিক ভয়াবহ অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

বন্যা পরিস্থিতিজনিত পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বর্তমানে চালু থাকা ত্রাণ শিবিরগুলিতে গুরুত্ব দিয়ে পরিষেবা প্রদানের প্রতি আহ্বান জানান। বিশেষ করে, খাদ্য, পানীয়জল, পোশাক-আশাক প্রভৃতি বিষয়গুলির দিকে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া সফরকারী কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক দলের কাছেও ক্ষয়ক্ষতির সচিত্র বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরার উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অমিতাভ রঞ্জন জানান, রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। জাতীয় সড়ক ও হাইওয়েগুলিতে প্রয়োজনীয় টহলদারী ব্যবস্থা চালু রয়েছে। পর্যালোচনা বৈঠকে বিভিন্ন দপ্তরের সচিবগণ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরেন। রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে জানান, এখনও পর্যন্ত রাজ্যে ৪৯২টি ত্রাণ শিবির চালু রয়েছে। প্রায় ৭২ হাজার মানুষ শিবিরগুলিতে রয়েছেন।

গোমতী, সিপাহীজলা, খোয়াই ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আন্ত:মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল

৩০ আগস্ট,২০২৪ : রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আন্ত:মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল পৃথকভাবে গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের সময় প্রতিনিধিদল দু'টি গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব (ফরেনার্স) বি সি জোশী, কৃষি এবং কৃষক কল্যাণ দপ্তরের (কলকাতা) অধিকর্তা জিন্টু দাস এবং গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের যুগ্ম অধিকর্তা (দিশা) উমেশ কুমার রাম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুমের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেছেন। অর্থমন্ত্রকের ব্যয় দপ্তরের উপঅধিকর্তা মহেশ কুমার, সড়ক পরিবহণ এবং হাইওয়ে মন্ত্রকের গুয়াহাটি রিজিওন্যাল অফিসের সুপারিনটেনডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার পি কে মিনা এবং জলশক্তি মন্ত্রকের অধিকর্তা শশাঙ্ক ভূষণ আজ সকাল থেকে গোমতী জেলার উদয়পুর এবং অমরপুরের বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন।

কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব বি সি জোশী, জিন্টু দাস এবং উমেশ কুমার রাম দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলটি বিলোনীয়ার বনকর এলাকায় মুহুরী নদীর ভাঙ্গন, মাইছড়া টাউন ক্যাম্প এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি, বন্যা কবলিত আশিস দাস ও পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকজনের ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি, বিলোনীয়া-জোলাইবাড়ি রাস্তার রতনপুর এলাকায় রাস্তার ভাঙ্গন, দক্ষিণ মুহুরীপুর জেবি স্কুলে ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এর পর প্রতিনিধি দলটি আগরতলা-সাব্রুম রাস্তায় দক্ষিণ হিচাছড়া এডিসি ভিলেজ এলাকায় জাতীয় সড়কের ভাঙ্গন, মনুঘাটের শস্যভান্ডার নামে পরিচিত গোবিন্দমাঠের বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক স্মিতা মল, বিলোনীয়া, শান্তিরবাজার এবং সাব্রুমের মহকুমা শাসকগণ, বিভিন্ন ব্লকের বিডিওগণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনের আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যুগ্মসচিব বি সি জোশীর নেতৃত্বে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলটি বিলোনীয়ার সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে এক সভায় মিলিত হন। সভায় জেলাশাসক ও সমাহর্তা স্মিতা মল জেলায় বন্যা পরিস্থিতি এবং ক্ষয়ক্ষতির এক সচিত্র প্রতিবেদন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের কাছে তুলে ধরেন। প্রতিনিধি দলের সঙ্গে ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব তমাল মজুমদার। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক রিঙ্কু লেথার, অ্যাসিস্টেন্ট কালেক্টর কৃষ্ণ চন্দ্র গুপ্ত, জেলা শাসক কার্যালয়ের সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট যোগেশ রিয়াং, ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের বিডিও কাবেরী নাথ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। রাজ্যের বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে আন্ত:মন্ত্রণালয় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল আজও পৃথকভাবে শান্তিরবাজার মহকুমা, সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন এলাকা এবং খোয়াই জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ কৃষিজমি, সড়ক যোগাযোগ, পানীয়জল, বিদ্যুৎ পরিকাঠামো প্রভৃতি ক্ষয়ক্ষতি পর্যবেক্ষণ করেন। প্রতিনিধিদল ত্রাণ শিবিরে গিয়ে বন্যা দুর্গতদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধিদলটি কল্যাণপুর ব্লক এলাকায় চা বাগান সংলগ্ন খোয়াই নদীর পাড়ের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি, দক্ষিণ দুর্গাপুর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি জমি ও সড়ক, ঘিলাতলী বাজার সংলগ্ন গোদারা ঘাটে খোয়াই নদীর উপর ক্ষতিগ্রস্ত স্টিলব্রিজ, আশেপাশে সব্জি ক্ষেত, কৃষি জমি পরিদর্শন করেন। এরপর কমলনগর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষি

জমি, মৎস্যচাষের জলাশয়, পাকা রাস্তা পরিদর্শন করেন ও ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রতিনিধিদল ৪৩ মাইলের বিলাধন রিয়াং চৌধুরী পাড়া হাইস্কুলে ত্রাণ শিবির ঘুরে দেখেন ও শিবিরে থাকা বন্যা দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন। তারা ৪৭ মাইলে ক্ষতিগ্রস্ত জাতীয় সড়কটিও পরিদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদলের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার জেলাশাসক চান্দনী চন্দ্রন, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভিজিৎ চক্রবর্তী, তেলিয়ামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক পরিমল মজুমদার, ত্রাণ পুনর্বাসন এবং বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের অধিকর্তা জে ভি দোয়াতি সহ বিভিন্ন দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ।

সমগ্র রাজ্যকে 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা

২৯ আগস্ট,২০২৪ : সাম্প্রতিক বন্যা পরিস্থিতির ফলে জীবনহানি সহ সম্পদ ক্ষয়ক্ষতির গভীরতা বিবেচনা করে রাজ্য সরকার সমগ্র রাজ্যকে 'প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভাবিত এলাকা' হিসাবে ঘোষণা করেছে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব দপ্তরের সচিব ব্রিজেশ পান্ডে এ সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, সোনামুড়ায় গোমতী নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে কমলেও এখনও বন্যাস্তরের উপরে রয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি সর্বোচ্চস্তরে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতিতে আজ বিকেল পর্যন্ত রাজ্যে ৩৪৬টি শরণার্থী শিবিরে ৫২ হাজার ৯০৬ জন মানুষ রয়েছেন। তাদেরকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানীয়জল এবং স্বাস্থ্য সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত রাজ্যে ৩২ জন বন্যায় প্রাণ হারিয়েছেন, ২ জন আহত হয়েছেন এবং ১ জন নিখোঁজ রয়েছেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে রাজস্ব সচিব জানান, ত্রাণ শিবিরগুলিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং জলবাহিত রোগ যাতে না হয় তারজন্য সুরক্ষা কর্মসূচি হিসাবে শৌচালয়গুলি নিয়ম মাফিক পরিষ্কার, জীবাণুনাশক ঔষধ স্প্রে ও ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ত্রাণ শিবিরগুলিতে চিকিৎসকগণ ১,২৭১ বার পরিদর্শন ও ৩৭ হাজার ৫৯৬ জনের চিকিৎসা করেছেন। এছাড়াও ১,৮৬৭টি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে ৪৩ হাজার ৮৮৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধান দপ্তর স্বচ্ছ ভারত মিশনের (গ্রামীণ) অধীনে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য জল ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ স্যানিটেশন অনুশীলন সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) জারি করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা দপ্তরের অধিকর্তা জে ভি দোয়াতি এবং পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্প নলছড়ের কর্ণ নমঃ সম্মানিত

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা প্রকল্পটি রাজমিস্ত্রী, দর্জি, ছুতোর, নাপিত, হস্তকারু শিল্পী, পুতুল প্রস্তুতকারক, মালা প্রস্তুতকারক, কুমোর ইত্যাদির মতো ১৮টি নির্দিষ্ট ব্যবসায় ঐতিহ্যবাহী কারিগর এবং আর্টিসানদের সাহায্য করার লক্ষ্যে গতবছর ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উদ্বোধন করেছিলেন। রাজ্য সরকার ত্রিপুরার সমস্ত জেলায় এই প্রকল্প রূপায়ণ করছে। এই প্রকল্পের অধীনে, আর্টিসান ও কারিগরদের দক্ষতা প্রশিক্ষণের পরে প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা শংসাপত্র এবং আইডি কার্ডের মাধ্যমে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার কারিগর এই প্রকল্পের আওতায় নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন।

ভারত সরকারের অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রক থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে গতকাল দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিশ্বকর্মা সুবিধাভোগীদের মধ্য থেকে পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় ভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত 'এট হোম' অনুষ্ঠানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাদের মধ্যে নির্বাচিত হয়েছেন ত্রিপুরার সোনামুড়া মহকুমার নলছড় গ্রামের কারিগর কর্ণ নমঃ। তাঁর পিতা নিমাই নমঃ। ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী হস্তকারু শিল্পে পারদর্শী এই শিল্পী রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে 'এট হোম' কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তার আগে স্বাধীনতা দিবসের সকালে শ্রী নমঃকে সংবর্ধনা দেন কেন্দ্রীয় অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ মন্ত্রী জিতন রাম মাঝি। এছাড়াও ভারত সরকারের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (এমএসএমই), রাষ্ট্রপতির সচিবালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত এই কারিগরকে সম্মানিত করেছেন।

ধলাই জেলা হাসপাতালে প্রথমবারের মতো সি-আর্ম মেশিনের মাধ্যমে হাড়ের দুরূহ অস্ত্রোপচার

আগরতলা,৩০ আগস্ট,২০২৪ : বিভিন্ন দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা পরিষেবা সহ নানা জটিল অস্ত্রোপচারও এখন কুলাইস্থিত ধলাই জেলা হাসপাতালে সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। গত ২৮ আগস্ট জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জনদের নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম সি-আর্ম মেশিনের মাধ্যমে এক রোগীর কোমড়ের নিচের থাই-এ ভাঙ্গা হাড়ের (ইন্টারলকিং নেইলিং (আইএলএন)অব ফিমার সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন।

গত মাসের ২১ তারিখ কমলপুরের পানবোয়া এলাকার বাসিন্দা বেণু মুন্ডা (৩০) নামে এক ব্যক্তি বাইসাইকেল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একটি কাঠের সেতু পার হবার সময় সেতুটির একটি ভাঙ্গা অংশে আটকে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হন। এর ফলে উনার কোমড়ের নিচের দিকে বাম পায়ের থাই-এর হাড় ভেঙ্গে যায়। এদিনই রোগীকে উদ্ধার করে ধলাই জেলা হাসপাতালের ইমারর্জেন্সীতে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকরা তখন তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে ভর্তি করেন। তারপর রোগীর এক্সরে রিপোর্টের ভিত্তিতে চিকিৎসকরা দেখেন যে উনার কোমড়ের নিচের থাই-এর বাম দিকের পায়ের হাড় ভেঙ্গে দুই টুকরো হয়ে রয়েছে। রোগীকে তৎক্ষনাৎ হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ রাজকুমার দেববর্মা রোগীর এক্সরে সহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট দেখে ভাঙ্গা থাই-এ ডান পায়ের হাড়ে অস্ত্রোপচারের কথা বলেন।

কিন্তু হাসপাতালে রোগীর সঙ্গে তাঁর কোনও আত্মীয়পরিজন ছিলেন না এবং তিনি আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল ছিলেন। এদিকে উনার প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনার কার্ডও ছিল না। এজন্য রোগী অস্ত্রোপচারের আনুষাঙ্গিক খরচের কোনও সংস্থান করতে পাচ্ছিল না। এই কারণে অস্ত্রোপচারের তারিখও পিছিয়ে যাচ্ছিল।

এদিকে রোগীর আত্মীয় পরিজন কেউ না থাকায়, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে স্থানীয় থানায় জিডি এন্ট্রি করা হয়। তখন জেলা হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ রাজকুমার দেববর্মা ও অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ অরূপ দাস এই রোগীর অস্ত্রোপচারের জন্য সামগ্রিক ভাবে বিভিন্ন খরচ বহন করার জন্য এগিয়ে আসেন। এদিকে অস্ত্রোপচারের জন্য রক্তের যোগান একান্ত আবশ্যক হয়ে পরে, কারণ রোগীর এ পজেটিভ রক্তে প্রয়োজন ছিল। কারণ জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে তখন এ পজেটিভ রক্ত ছিল না। এই পরিস্থিতে তখন রোগীর জন্য নিকটবর্তী যুব সংঘ ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে ক্লাব সদস্য তথা স্থানীয় বাসিন্দা ডোনার অভিজিৎ দেবনাথ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এরপর জেলা হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জন রোগীর এক্সরে সহ অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত ২৮ আগস্ট বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ রাজকুমার দেববর্মা নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম রোগীর বাম পায়ের থাই-এ দুই টুকরো হয়ে যাওয়া হাড়ে সি-আর্ম মেশিনের মাধ্যমে ভাঙ্গা হাড়ের (ইন্টারলকিং নেইলিং (আইএলএন) অব ফিমিউর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। এই অস্ত্রোপচারে সময় লেগেছে প্রায় তিন ঘন্টা। উক্ত অস্ত্রোপচার টিমে বিশেষজ্ঞ অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ রাজকুমার দেববর্মা-র সঙ্গে ছিলেন অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ অরূপ দাস, এনেসথিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ মহাশ্বেতা দাস, নার্সিং অফিসার ছিলেন শতরূপা দেব, সোমা দেববর্মা, শতরূপা আচার্য্য, ওটি টেকনিশিয়ান ছিলেন সুমিত চাকমা, সুব্রত দেববর্মা ও বিশাল দেববর্মা, প্লাস্টার টেকনিশিয়ান ছিলেন দুখিরাই দেববর্মা এবং অস্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন তপন নমঃশূদ্র ও সীমা বিশ্বাস প্রমুখ। অস্ত্রোপচারের পর রোগী এখন জেলা হাসপাতালেই অর্থোপেডিক বিভাগে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছেন। উল্লেখ্য প্রধানমন্ত্রী আয়ুষ্মান ভারত জন আরোগ্য যোজনার কার্ড না থাকায় আর্থিক দিক দিয়ে অসচ্ছল এই রোগীকে জেলা হাসপাতালের অর্থোপেডিক বিভাগের চিকিৎসকদের সাহায্য সহযোগিতায় বিনামূল্যে এই অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। ধলাই জেলা হাসপাতালেই এই ধরনের ব্যয়বহুল অস্ত্রোপচার বিনামূল্যে পেয়ে চিকিৎসক সহ সকল স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রতি রোগী কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

****

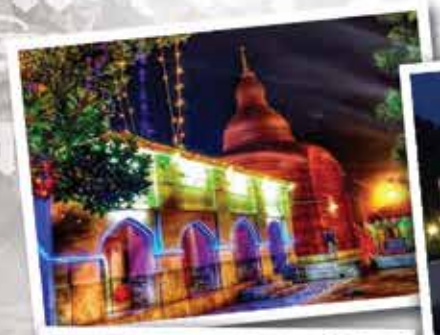

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক প্রকাশিত
এবং গণেশ আর্টস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত।। আগস্ট, ২০২৪।।